দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 MAY 2008
পৃঃ ৩ কলাম ৪

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সত্ত্বেও অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও এখনো আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। গত বছরের ৪ থেকে ২৯ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর পরিচালিত তদন্তে এ প্রতিষ্ঠানে অনেক দুর্নীতি-অনিয়মের তথ্য বেরিয়ে আসে। মন্ত্রণালয় থেকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হলেও তা এখনো কার্যকর করা হয়নি।

তদন্তে বিজ্ঞান ক্লাবের হিসাব নিরীক্ষায় গুরুতর অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৯৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ক্লাবের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রায় কোটি কোটি টাকার আয় ও ব্যয়ের জন্য কোনো ক্যাশ বই সংরক্ষণ বা রেজিস্টার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। ২০০২, ২০০৫, ২০০৬ এবং ২০০৭ সালের অর্জিত আয় বাবদ ২৯ লাখ ২ হাজার ৯৫২ টাকা আদায় সংক্রান্ত কোনো রসিদ পাওয়া যায়নি। ২০০৭ সালের ১০ মে মেসার্স রিপ্রোডাকশন অব প্রিন্টিংকে ৪ লাখ ৫ হাজার ২৯৮ টাকা ম্যাগাজিন ছাপানো বাবদ খরচ করা হলেও কোনোরূপ টেন্ডার হয়নি, আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ২২ হাজার ২৯১ টাকা কর্তন করা হয়নি। সরবরাহকৃত ম্যাগাজিনের কোনো ডেলিভারি চালান পাওয়া যায়নি বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৭ সালের ২৬ এপ্রিল প্যাসিফিক মেকানিককে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা চেক বাবদ দেয়া হলেও এক্ষেত্রেও কোনো টেন্ডার বা কোটেশন হয়নি এবং আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ৬ হাজার ৮৭৫ টাকা কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, ক্লাব লাখ লাখ টাকা চাঁদা ও দান পেয়েছে। যার কোনো হিসাব সংরক্ষণ নেই।

প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের বিতর্ক ক্লাবের হিসাব যাচাইয়ে প্রশ্ন অনিয়মের মধ্যে রয়েছে- ক্লাবটি শুরু থেকে এ সময় পর্যন্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত ক্যাশ বই, রেজিস্টার উপস্থাপন করতে না পারা, লাখ লাখ টাকা আয়ের সমর্থনে রসিদ প্রদর্শন করতে না পারা, ২০০২ সালে মোট ব্যয়িত ২ লাখ ৬৬ হাজার টাকার সমর্থনে কোনো ভাউচার উপস্থাপন করতে না পারা, ২০০৭ সালে ম্যাগাজিন ছাপানো বাবদ ব্যয়িত ১ লাখ ৫৩ হাজার ১৪০ টাকার ক্ষেত্রে কোনো টেন্ডার না হওয়া এবং আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ৮ হাজার ৪২২ টাকা সরকারী কোষাগারে না দেয়া, ২০০৭ সালে চেক বানানো বাবদ অটাবিকে পরিশোধিত ৭৭ হাজার ৬৬২ টাকা হতে ভ্যাট ১ হাজার ৭৪৭ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দেয়া।

তদন্তকালে এলামনি এসোসিয়েশনের হিসাব যাচাইয়ে অনিয়ম পাওয়া গেছে। অনিয়মসমূহের মধ্যে রয়েছে- ২০০১ সালের ১০ ও ১৫ ডিসেম্বর ডেকোরেটরের ৮০ হাজার টাকায় স্থলে ভ্যাট কর্তন বাবদ ৩ হাজার ৬০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দেয়া, স্মরণিকা মুদ্রণ বাবদ মেসার্স নির্ঝরিতাকে ৭ লাখ ২৩ হাজার ২৮৯ টাকা পরিশোধ করা হলেও ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৬০ হাজার ৬৫০ টাকা পরিশোধ করা হয়নি।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তকালে দেখা গেছে, ছাত্রী বেতন, ভর্তি ফি, উন্নয়ন ফি বাবদ ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থের হিসাব প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করেনি। ছাত্রীদের যাবতীয় পাওনা (কয়েকটি খাত ব্যতীত) ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান প্রতি ছাত্রীর জন্য পৃথক কোনো হিসাব রেজিস্টার, ডিমান্ড রেজিস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ করছে না। ফলে কোন ছাত্রী কত মাসের বেতন দিল, কত মাসের বকেয়া থাকল, কে অর্ধেক দিল, কে একেবারেই দিল না এই হিসাব প্রতিষ্ঠানে নেই।

নিরীক্ষাকালে প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা গেছে, ভিকারুননিসা নূন স্কুল ফান্ডের ৬ কোটি ১ লাখ ৯৫৮ টাকা ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ফান্ডে অনির্দিষ্টকালের জন্য সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের কোনো অনুমোদন নেই।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের তদন্তে সাবেক প্রিন্সিপাল রোকেয়া হোসেন এবং একই সঙ্গে ৪৩ জন সহকারী শিক্ষকের নিয়োগ আইনসম্মত হয়নি বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের ১২ জন সহকারী শিক্ষক এবং একজন প্রভাষক আইনবহির্ভূতভাবে সরকারী বেতন-ভাতা গ্রহণ করছেন বলেও তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে এসএসসি ফরম ফিলাপের সময়ে নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত ৮১ লাখ ৩২ হাজার টাকা আইনবহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়েছে। নগদে আদায়কৃত ওই অর্থের আয়-ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের আজিমপুর শাখায় ভবন নির্মাণে অনিয়ম হয়েছে। মোট ৫ কোটি ৮৭ লাখ ৪৩ হাজার ৩৬১ টাকা পরিশোধের মধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ ৪৪ হাজার ৫২৮ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়। ইংরেজি মাধ্যম ভবন নির্মাণে আইনবহির্ভূতভাবে ১ কোটি ৯৮ লাখ ৪২ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় এবং গৃহীত দরের চেয়ে ৫ কোটি ৫১ হাজার টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়। বসুন্ধরা শাখা ভবন নির্মাণে গৃহীত দরের চেয়ে ১ কোটি ৯ লাখ ১৯ হাজার টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়। স্কুল ও কলেজের আবাসিক বাসা বরাদ্দের কোনো নীতিমালা নেই। ভর্তি ফরম ছাপানো, বিক্রয় ও বন্টনের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়নি। খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে লাখ লাখ টাকা অনিয়ম করা হয়েছে। ভ্যাট ও আয়কর বাবদ জমাকৃত ১ কোটি ৭৬ লাখ ৯৩ হাজার টাকার সিটিআর পাওয়া যায়নি। গ্র্যাচুইটি ও কল্যাণ তহবিল বাবদ আর্থিক বিধি লংঘন করে একই সুবিধা দু'জায়গা থেকে নেয়া হয়েছে। যাতে ১ কোটি ৮৭ লাখ ৯৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, সাবেক প্রিন্সিপাল রোকেয়া হোসেনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। এইচএসসি ও স্নাতক (পাস কোর্স) উভয় পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় বিভাগ পেয়েছিলেন। সুতরাং প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এবং সরকারি বিধি অনুযায়ী তার আবেদনপত্র প্রাথমিক বাছাইয়ে বাতিলযোগ্য ছিল।